দৈনিক সংবাদ
তারিখ JAN. 16 2000

নগরীতে নেমেছে আলোর বছর

মোঃ সালেহীন মাসুদ

এই নগরী

নগরীতে 'আলোর বছর' নেমেছে। হাত বাড়ালেই পাবেন আলোর স্পর্শ প্রতি পাড়ায় পাড়ায়, কলোনিতে বা মহল্লায়। আর এই আলোর বছরের বাহক বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। 'পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার চাই' অ... ঢাকাবাসীর কাছে সেটা শুধুই চমকপ্রদ শ্লোগান। কিন্তু বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কিছুটা হলেও 'ভিন্নভাবে' এই দাবি পূরণে এগিয়ে এসেছে। সম্প্রতি ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ঢাকা মহানগরীতে তারা চালু করেছেন ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি বা বইয়ের হোম সার্ভিস। যার মাধ্যমে 'আলোর মানুষ গড়ার কারিগর' আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সকলের হাতে বই ধরিয়ে দিতে চান। সপ্তাহের একটি দিনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাময়িকভাবে হাতের নাগালে একটি লাইব্রেরির ব্যবস্থা আর কি! একটা সময় ছিল যখন পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার ছিল কিন্তু আজ সেই ধরনের পাড়াও নেই, পাঠাগারও নেই। কিন্তু পাঠাগার বা লাইব্রেরির আবেদন উপেক্ষা করার সুযোগ কোন ব্যক্তি বা জাতির নেই। তাই দিন দিন বাড়ছে বই পড়ার পাঠক।

আমাদের ঢাকা মহানগরীতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লাইব্রেরিসহ রয়েছে বেশ কয়েকটি লাইব্রেরি। কিন্তু একটি দুটি ছাড়া বেশিরভাগ লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে বাসায় পড়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অনেকক্ষেত্রে বাসায় বই নেয়ার কোন নিয়মই নেই। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের লাইব্রেরি থেকে আঠার বছর ধরে নিয়মিতভাবে এই মহানগরীর কয়েক হাজার পাঠক বাড়িতে বই নিয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বে নানা অসুবিধার কারণে এক বিপুল সংখ্যক পাঠক এই লাইব্রেরিটি ব্যবহার করার সুযোগ নিতে পারছেন না। পাঠকদের এই অসুবিধা দূর করার জন্যে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র ঢাকা মহানগরীর পাড়ায় পাড়ায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যদিও গত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্র ঢাকা মহানগরীর পাড়ায় পাড়ায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি চালু করার গ্রাউন্ড ওয়ার্কের কাজটি করে আসছিল। এই ভ্রাম্যমাণ কর্মসূচির আওতায় নতুন ঢাকা এলাকার জন্যে দুটি বড় আকারে (ধারণ ক্ষমতা ৩ টন) এবং পুরাতন ঢাকা এলাকার জন্যে দুটি ছোট আকারের (চাইনিজ পিকআপ) সুদৃশ্য ভ্রাম্যমাণ যান ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিটি বড় গাড়িতে থাকছে প্রায় ১৫০০০ সুনির্বাচিত বই। প্রতিটি ছোট গাড়িতে থাকছে প্রায় ৫০০০ বই। বইগুলোর মধ্যে রয়েছে জনপ্রিয় উপন্যাস, গল্পের বই, রম্যরচনা, অনুবাদ গ্রন্থ, ভ্রমণ কাহিনী, কবিতার বই, প্রবন্ধের বই, জীবনীগ্রন্থ থেকে শুরু করে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের যাবতীয় বই। ঢাকা মহনগরীর ৬০টি এলাকায় এই লাইব্রেরিগুলো প্রতিসপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়ে পাঠকদের বই সরবরাহ করে থাকে। বই ছাড়াও ক্রমান্বয়ে এই লাইব্রেরিতে থাকবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের অনেক ক্যাসেট। সেগুলো বাড়িতে নিয়ে দেখা বা শোনা যাবে।

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি যেখানে যায় সেখানে একটি আবহ তৈরি করে। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির পক্ষ থেকে কয়েকটি চেয়ার গাড়ির পাশে রাখা হয়। যেখানে পাঠকরা বসে। এছাড়া দুতিনটি ব্যানার গাড়ির আশপাশে সুবিধাজনক জায়গায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়। গাড়ির ভেতর ড্রাইভারের পাশে ইউনিট ইনচার্জের বসার স্থান। এখান থেকেই বই দেয়া- নেয়া হয়।

দাঁড়িয়ে আছে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি। ভেতর প্রবেশ করতেই শোনা গেল 'আলো আমার আলো' গানটির আবহসঙ্গীত, যার রিদম পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে জলসাকে সময় দিলেন মিরপুর ইউনিট ইনচার্জ মোঃ সাহেদ হোসেন। জানালেন, এ পর্যন্ত আমরা প্রতিটি স্পটে তিনদিন গিয়েছি। এর মধ্যে একদিন ছিল এলাকার মুরব্বিদের সঙ্গে কথা বলে স্পট নির্বাচন করা। এরপরের সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়েছে সদস্য সংগ্রহ। নতুন ঢাকার জন্য দুটি ইউনিট- একটি মিরপুর এবং অন্যটি উত্তরা ইউনিট। মিরপুর ইউনিট আজিমপুর পর্যন্ত এবং উত্তরা ইউনিট শাহজাহানপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। শুক্র ও শনিবার পাঁচটি স্পটে এবং অন্যান্য দিন তিনটি করে স্পটে যাওয়া হয়। শুক্র ও শনিবার সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এবং অন্যান্য দিন দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি চালু থাকে। তবে এখন শুধুমাত্র মিরপুর ইউনিটের কাজ শুরু হয়েছে। উত্তরা ইউনিট এবং পুরাতন ঢাকায় ঈদের পর ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি চালু হবে। মোঃ সাহেদ হোসেন এই লাইব্রেরির সদস্য হওয়ার নিয়মগুলো সম্পর্কে জানালেন। এই লাইব্রেরির সদস্য হলে শুধুমাত্র দুটি সুযোগ পাবেন। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি ইউনিট থেকে বই দেয়া- নেয়া এবং বাড়িতে বসে বই দেয়া- নেয়া। সদস্যরা কার্ডের সাহায্যে বই দেয়া-নেয়া করবেন। প্রয়োজনে সদস্য নিজে না এসে অন্য কারো মাধ্যমেও কার্ড পাঠিয়ে বই দেয়া- নেয়া করতে পারবেন। তবে বইয়ের দায়িত্ব সদস্যকেই বহন করতে হবে। এই লাইব্রেরিতে রয়েছে দুই ধরনের সদস্য। সাধারণ সদস্য ও বিশেষ সদস্য। এছাড়া সদস্য হওয়ার জন্য নিরাপত্তা অর্থ, মাসিক চাঁদা ও কার্ড সংরক্ষণ করতে হয়। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা অর্থ সাধারণ সদস্যদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা এবং বিশেষ সদস্যদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা। সাধারণ সদস্য একসঙ্গে ১৫০ টাকা মূল্যের এবং বিশেষ সদস্য ২৫০ টাকা মূল্যের একটি বই বাড়িতে নিয়ে পড়তে পারবেন।

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি

মাসিক চাঁদা ১০ টাকা তবে যারা বাড়িতে বসে বই পেতে চায় তাদের আরো অতিরিক্ত ১০ টাকা পরিশোধ করতে হয়। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এর নাম দিয়েছেন তীরন্দাজ চাঁদা। মাসিক চাঁদা ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রদান করতে হয়। সদস্য হওয়ার সময় পরিশোধ করতে হয় তিন মাসের অগ্রিম চাঁদা। নিরাপত্তা অর্থ ফেরতযোগ্য, তাই এ অর্থ জমা নেয়ার সময় হিসাব বিভাগের প্রয়োজনে সদস্যের নমুনাস্বাক্ষর ও এককপি পার্সপোর্ট বসাইজের ছবি রাখা হয়। নিরাপত্তা অর্থ ও মাসিক চাঁদা সংক্রান্ত কোন দাবি রসিদ ছাড়া গ্রাহ্য হবে না। নিরাপত্তা অর্থ ফেরত পেতে হলে সদস্যকে এক বছর পরে আবেদন করতে হবে এবং আবেদন করার দু সপ্তাহ পরে টাকা ফেরত দেয়া হবে। অর্থ ফেরত দেবার সময় কেন্দ্রের সংরক্ষিত নমুনা স্বাক্ষরের সঙ্গে আবেদনপত্রের স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখা হবে। নিরাপত্তা অর্থ ও মাসিক চাঁদা সংক্রান্ত কোন দাবি রসিদ ছাড়া গ্রাহ্য হবে না। এক সঙ্গে তিন মাসের চাঁদা বাকি পড়লে বই সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে। বই নেয়ার দুসপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই সেটা ফেরত দিতে হবে। কোন কারণে সেটা সম্ভব না হলে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে বা আবেদনপত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করতে হবে। আবেদনপত্রের মূল্য এক টাকা। সদস্যের পক্ষ থেকে কোন অনুরোধ না এলে তৃতীয় সপ্তাহ থেকে এবং অনুরোধ এলে পঞ্চম সপ্তাহ থেকে বই ফেরত না দেয়ার জন্য জরিমানা শুরু হবে। প্রতি সপ্তাহের বিলম্বের জন্য প্রতিটি বইয়ের জরিমানা হবে ২ টাকা করে। জরিমানা তিন মাস পর পর নিরাপত্তা অর্থ থেকে কাটা যাবে। এই অর্থ কাটার ফলে নিরাপত্তা অর্থ শেষ হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। বই হারিয়ে ফেললে বইয়ের গায়ে লিখিত দামের তিনগুণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় নিরাপত্তা অর্থ থেকে সেটা কেটে নেয়া হবে। যেকোন সদস্যের সদস্যপদ কোন কারণ না দর্শিয়ে নবায়ন, স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষমতা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের থাকবে। অসাবধানতাবশত কেউ কার্ড হারিয়ে ফেললে পাঁচ টাকা দিয়ে নতুন কার্ড সংগ্রহ করতে হবে।

এরপর কথা হলো উত্তরা ইউনিট ইনচার্জ সোহেল আহমেদের সঙ্গে। তিনি জানালেন "ঈদের পর উত্তরা ইউনিটের গাড়ি আরো সুদৃশ্য আকারে চালু হবে। গাড়ির ডেকোরেশনসহ সবকিছু গোছানো থাকবে। মিরপুর ইউনিটের গাড়ি মহানগরীতে প্রথম চালু হয়েছে তাই বেশ ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে। প্রতি ইউনিটে ২২টি করে স্পট নির্বাচন করা হয়েছে যদিও এর থেকে অনেক বেশি স্পটে যাওয়া হবে। প্রতিটি স্পটে ন্যূনতম ১২০ জন সদস্য সংগ্রহ করার টার্গেট রয়েছে তাদের। জানা গেল, ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি থেকে সবধরনের বই পাঠক নিচ্ছেন কিন্তু দেশী-বিদেশী লেখকদের মধ্যে হুমায়ুন আহমেদের বই বেশি চলছে। এছাড়া ভারতীয় লেখকদের বইও পাঠক নিচ্ছেন। হাসির বইয়ের প্রতি পাঠকদের আগ্রহ রয়েছে আর লিটল সদস্যদের মধ্যে হাসির বই, রূপকথা বইয়ের চাহিদা বেশি।

এ প্রজেক্টে ৬০ ভাগ অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে নরওয়ে সরকার। বছরে প্রতিটি গাড়ির পেছনে প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হবে যা সদস্যদের চাঁদা এবং কেন্দ্র থেকে খরচ করা হবে। এ বছরের এপ্রিল থেকে ঢাকার বাইরে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্জ শুরু করবে। দেশের বাইরে নিউইয়র্ক শাখায় দুটি মোবাইল লাইব্রেরি চালু করা হচ্ছে। একটি গাড়িতে কতজন কর্মী কাজ করবে? এ সম্পর্কে জানা গেল শুধুমাত্র মিরপুর ইউনিটের কার্যক্রম শুরু হওয়ায় ৫/৬ জন কর্মীর দরকার হয়েছে। তবে সাধারণত একটি বড় গাড়িতে তিনজন কর্মী, ইউনিট ইনচার্জ, এ্যাসিস্ট্যান্ট ইনচার্জ, ড্রাইভার এবং ছোট গাড়িতে দুজন জুনিয়র ইনচার্জ ও ড্রাইভার থাকবে। বর্তমানে গাড়িগুলো সেগুনবাগিচার একটি অটোমোবাইলে রাখা হয় পরে স্থায়ী শিশু একাডেমিতে রাখা হবে।